তুলা চাষে করণীয়

- হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীলতুলা ফসলের জাত বপন করে বিঘা প্রতি ১৫-২০ মন ফলন পাওয়া যায়, যা থেকে ৫০-৭০ হাজার টাকা আয় হয়।
- বন্যামুক্ত উঁচু ও মাঝারী উঁচু বেলে, বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ, এটেল দো-আঁশ ও পলিযুক্ত এটেল দো-আঁশ মাটি তুলাচাষের জন্য উপযুক্ত। খরা প্রবণ বরেন্দ্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পাহাড়ের ঢাল ও ভ্যালি, বন্যামুক্ত চর এলাকা এবং অনুর্বর পতিত জমিতে তুলা চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।
- মধ্য আষাঢ় (জুলাই এর ১ম সপ্তাহ) থেকে শ্রাবণের শেষ সপ্তাহ (মধ্য আগষ্ট) পর্যন্ত (৯০x৩৫) সে.মি: দূরত্বে এবং ভাদ্রের ১ম সপ্তাহ (মধ্য আগষ্ট) থেকে ভাদ্রের শেষ সপ্তাহ (মধ্য সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত (৯০x৩০) সে.মি: দূরত্বে তুলা বীজ বপন/ চারা রোপন করে বিঘাপ্রতি কমপক্ষে ৪০০০ থেকে ৫০০০ চারা নিশ্চিত রাখতে হবে।
- প্রতিকুল আবহাওয়ায় বীজতলা/ ট্রে/ প্যাকেটে চারা তৈরি ও ১৫-২০দিনের চারা জমিতে রোপন করে তুলা চাষ করা যায়। এতে চারার সংখ্যা ঠিক থাকে এবং জীবনকাল ১৫-২০ দিন কমানো যায়।
- গাছের বয়স ৬০-৭০ দিন পর্যন্ত তুলার জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- ৪০-৪৫ দিন বয়সে গাছের গোড়ার দিক থেকে অঙ্গজ শাখা কর্তন করে গোড়া উঁচু করে সারি বরাবর বেঁধে দিতে হবে।
- তুলা বপনের পর ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত তুলার সাথে বিভিন্ন সবজি (লালশাক/ মুলাশাক/ পালংশাক/ অন্যান্য), মসলা (পেঁয়াজ/ আদা/ হলুদ/ অন্যান্য) ও ডাল (মুগ/ মাসকালাই/অন্যান্য) জাতীয় ফসল সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।
- নতুন ফলদ ও বনজ বাগানে প্রথম ২-৩ বছর অনায়সেই তুলা চাষ করা যায়। এছাড়া কলা, পেঁপে, লেবু বাগানে তুলা চাষ করা যায়।
- অধিক ফলনের জন্য জমিতে জৈবসার এবং মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে অনুমোদিত মাত্রায় রাসায়নিক সার সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- গাছের বয়স ২৫-৮০ দিন পর্যন্ত ৩-৫ বারে অনুমোদিত মাত্রায় গাছের শাখা প্রশাখার শীর্ষ ডগায় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক-রুপালি বাম্পার (ম্যাপাকুয়েট ক্লোরাইড) প্রয়োগের মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- তুলার কাঙ্খিত ফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তুলার জমিতে রসের অভাব দেখা দেওয়া মাত্রই হালকা সেচ দিতে হবে।
- অনবরত বৃষ্টি ও দূর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার পর মাটিতে জো আসার সাথে সাথে মাটি থেকে ধুয়ে যাওয়া সারের ক্ষতি পুষে নিতে বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি ডিএপি, ৬-৮ কেজি এমওপি ও ৬-৮ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করে সম্ভব হলে গোঁড়ায় মাটি পুনরায় বেঁধে দিতে হবে।
- শোষক ও চর্বনকারী পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বন ও সঠিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ এবং রোগ প্রতিরোধে সঠিক মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- গাছ প্রতি বোল সংখ্যা নূন্যতম ৪০ টি নিশ্চিত করে ১৪-১৮টি ফলধারী শাখা হওয়ার পর শীর্ষ ডগা কর্তন করে দিতে হবে।

- গাছের বয়স ৬৫-৭০ দিনের পর থেকে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর ৪ থেকে ৫ বার প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম এমও পি ও ১.৫ গ্রাম বোরণসহ অন্যান্য অনুখাদ্য ফলিয়ার স্প্রে করতে হবে।
- সম্পূর্ণ পরিপক্ক ও ফুটন্ত বোল থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বীজতুলা সংগ্রহ এবং রোদে শুকানো ও বাছাইয়ে পর চট অথবা কাপড়ের ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।
- মধ্য আষাঢ় থেকে মধ্য শ্রাবন পর্যন্ত বীজ বপন করা হলে তুলা উঠিয়ে একই জমিতে তুলা পরবর্তী ফসল হিসেবে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, পাট ও সবজী ফসল আবাদ করা যায়। এছাড়াও তুলার জমিতে রিলে হিসেবে গম, ভুট্টা, শশা, মিষ্টিকুমড়া চাষ করা যায়।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.cdb.gov.bd

বি.দ্র.: বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ কটন ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করুন।